দর্শনায় যৌথ বাহীনির অভিযানে ৬ যুবক আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় যৌথ বাহীনি সন্ত্রাসী ও মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে দর্শনা পুরাতন বাজারে। এ অভিযানে গাঁজা সেবনের সরঞ্জাম ও খাওয়ার অপরাধে ৬ যুবককে আটক করে।

আজ বৃহস্পতিবার (৫ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে দর্শনা রেল ইয়ার্ডে যৌথ বাহীনি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায়। এ সময় যৌথ বাহীনি দেখে ৮/১০ জনের একদল যুবক পালিয়ে পুরাতন বাজার বিএনপি নেতা মোখলেছুর রহমান টিপু তরফদারের বাড়ি প্রাচীর টপকে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করে।

এসময় যৌথবাহিনী তাদের পিছু নিয়ে গেটের তালা ভেঙ্গে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে মাদক সেবনের সরঞ্জামসহ তাদেরকে আটক করে।

আটককৃত হলো চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার কাশিপুর গ্রামের বাহার আলীর ছেলে মোমিন (২৪) দর্শনা পৌরসভার ইসলাম বাজারের চঞ্চলের ছেলে ফয়সাল আহম্মেদ (২২) একই পাড়ার আলীর ছেলে সাকিব হাসান (২০) দর্শনা কেরু হাসপাতালা পাড়ার আনোয়ার হোসেন ছেলে আসিফ (২১)দর্শনা কেরু পাড়ার তছলিমের ছেলে সাব্বির (১৭)ও ইসলাম বাজার পাড়ার ইসমাইল হোসেন তাজের ছেলে তাজকে (২৩)আটক করে।এ অভিযানে নেতৃত্ব দেয় চুয়াডাঙ্গা সেনাবাহিনী চুয়াডাঙ্গা সদর থানা ও দর্শনা থানা পুলিশ।

পরে আটককৃতদের উত্তম মাধ্যম দিয়ে দর্শনা থানা পুলিশ সোপর্দ করে।

আলমডাঙ্গার জিকে খাল ভেঙে হাজারও হেক্টর আমন ধান প্লাবিত

আলমডাঙ্গা উপজেলায় জিকে প্রকল্পের প্রধান খালের পাড় ভেঙে কয়েক হাজার হেক্টর জমির আমন ধান প্লাবিত হয়েছে। এছাড়া বসতবাড়িতেও

উঠেছে পানি। এ পানিতে ভেসে গেছে জাগের পাট ও পুকুরের মাছ।

ঘটনাটি গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের কেদারনগর-কাশিপুর এলাকায় ঘটেছে।

স্থানীয়রা জানান, গত ২ বছর আগে রাজু ফারাজী নামের এক ব্যাক্তি ধান খেতে চাষের পানির জন্য খালের পাড় কেটে পাইপ স্থাপন করেন। গত কয়েকদিন যাবৎ ওই পাইপের পাশ দিয়ে পানি বের হতে থাকে। বুধবার সন্ধ্যায় ওই জায়গা থেকে জিকে খালের প্রায় ১০০ ফিট জায়গা ভেঙে পানি প্রবাহিত হয়। মুহুর্তে খালের পানিতে কেদারনগর-কাশিপুর ও ডামোশ গ্রামের কয়েক হাজার হেক্টর জমির আমন ধান খেত প্লাবিত হয়। পানির ওই স্রোতে জিকে খালে জাগ দেওয়া পাটও ভেসে যায়। এছাড়া ওই পানিতে ভেসে গেছে ৫/৬ টি মাছ চাষের পুকুরও।

ভুক্তভোগী কৃষক মোহাম্মদ আলী জানান, এবছর ১ বিঘা জমির পাট কেটে খালের পানিতে জাগে দিয়েছি। কয়েকদিন পরই ওই পাট পরিষ্কার করা হত। কিন্তু এমন ঘটনায় তিনি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কেদারনগর গ্রামের কৃষক আজগর আলী জানান, দীর্ঘদিন জিকে খালের পাড় গুলো সংস্কার করা হয়নি। এতে পোকা-মাকড়ের ছোট বড় গর্ত তৈরি করেছে। পার ভেঙে পানিতে প্লাবিত হয়েছে কয়েক হাজার হেক্টর জমির ধান, পাট ও মাছের পুকুর। এসকল ফসল রক্ষায় প্রশাসনের সহযোগীতা চেয়েছেন। বেলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের (ভারপ্রাপ্ত) চেয়ারম্যান মেহেরাজ আলী জানান, জিকে খালের পানিতে কয়েক হাজার হেক্টর জমির ধান প্লাবিত হয়েছে। পানি বের করার জন্য ওই এলাকার ছোট খালগুলো পরিস্কার করা হবে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রেহেনা পারভিন সমকালকে জানান, কি পরিমাণের ক্ষতি হয়েছে এখন বলা সম্ভব না। আজ বৃহস্পতিবার সকালে তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। তারপরেই ক্ষতির পরিমাণ জানাযাবে।

চুয়াডাঙ্গার মুন্সীপুর

সীমান্তে অবৈধ রুপার গয়না উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার ভারত সীমান্তবর্তী দামুড়হুদা উপজেলার মুন্সীপুর গ্রামে চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০ কজি ওজনের অবৈধ রপার গয়না উদ্ধার করেছে ৬ বিজিবি।

গতকাল বুধবার রাত পৌনে ৯টার দিকে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে.কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান পিএসসি মেইলে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তীর মাধ্যমে গণমাধ্যম কর্মীদের জানান। তারই নির্দেশনায় মুন্সীপুর কোম্পানী কমান্ডার নায়েব সুবেদার তাপস কুমার ঘোষসহ একদল বিজিবি সদস্য সীমান্তের খুঁটির ৯২/১০-আর হতে আনুমানিক ২শ গজ বাংলাদেশের অভ্যান্তরে মুন্সীপুর সরদার পাড়ার কিতাব মল্লিকের ছেলে কিতার মল্লিকের (৬০) বসত বাড়ীত অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় কিতাব মল্লিক বিজিবির উপস্থতি টের পেয়ে পালিয়ে যায়। বিজিবি সদস্যরা বসত বাড়ী তল্লাশী করে ব্যবহৃত টিউবওয়লের ড্রেনের ভেতর থেকে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো ৮টি প্যাকেটে উদ্ধার করে। ওই প্যাকেট গুলো জনসম্মুখে খুলে সেখানে থাকা অবৈধ রুপার গয়না উদ্ধার করে জব্দ করা হয়।

এ ব্যাপার নায়েব সুবেদার তাপস কুমার ঘাষ বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা করেছেন। উদ্ধার করা অবৈধ রুপা গুলো পরীক্ষা শেষে চুয়াডাঙ্গা ট্রজারী অফিসে জমা করা হবে বলে তিনি জানান।

দামুড়হুদা লোকনাথপুর বিএনপি’র শান্তি শৃংখলা ও সম্প্রীতি অনুষ্ঠান

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের লোকনাথপুরে বিএনপি’র শান্তি শৃংখলা ও সম্প্রীতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকাল

৫ টার সময় হাউলী ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড বিএনপি’র আয়োজনে জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

হাউলী ইউনিয়ন ৬নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি মোঃ রোকনুজ্জামান বাবু’র সভাপতিত্বে শান্তি শৃংখলা ও সম্প্রীতি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান মনির।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসার আবুল হাসেম, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি মোঃ ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক মোঃ নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী। উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব মোঃ জাকির হোসেন, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপি’র যুগ্ম সম্পাদক কামরুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মালেক রুস্তম।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি সলেমান মল্লিক, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অহিদুজ্জামান। হাউলী ৬নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি ওমিদুল বিশ্বাস, সহসভাপতি মোঃ মহাসিন আলী, যুগ্ম সম্পাদক মামুন, সাংগঠনিক সম্পাদক আমিরুল।

দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, উপজেলা যুবদলের সদস্য হুমায়ূন কবির ডাবলু, মমিনুল ইসলাম মমিন, মানিক, সুমন। হাউলী ইউনিয়ন যুবদলের অন্যতম নেতা আরিফুল ইসলাম আরিফ, লাজিব সিদ্দিকী। হাউলী ইউনিয়ন ছাত্র দলের সভাপতি ফারুক হোসাইন বাবু, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক তামিম, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক মল্লিক সহ হাউলী ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, স্থানীয় বিএনপি’র নেতৃবৃন্দ, যুবদল ও ছাত্র দলের নেতাকর্মী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন হাউলী ৪নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি শমসের আলী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ৬নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মোঃ রশীদুল হক।

দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ১০ টায় ডুগডুগী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোঃ ইউসুফ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী।

বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম, দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সোহেল রানা, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক রকিবুল হাসান তোতা, উপজেলা যুবদলের সদস্য হুমায়ূন কবির ডাবলু, মমিনুল ইসলাম, হাউলী ইউনিয়ন কৃষক দলের সভাপতি আব্দুল মমিন, সাধারণ সম্পাদক শমসের আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক আমিরুল জোয়ার্দার, হাউলী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি তরিকুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, হাউলী ইউনিয়ন যুবদলের অন্যতম নেতা আরিফুল ইসলাম আরিফ, হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি ফারুক হোসাইন বাবু, হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক মল্লিকসহ হাউলী ইউনিয়নের প্রত্যেকটি ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান।

অনুষ্ঠান শেষে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সারা বাংলাদেশের সকল শহীদ ও আহতদের উদ্দেশ্যে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে উপস্থিত সকলে দুহাত তুলে দোয়া মোনাজাত করেন। দোয়ার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী।

দর্শনায় তারেক রহমানের ১৭ তম কারামুক্ত দিবসের আলোচনা সভা

দর্শনায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ১৭ তম কারামুক্ত দিবসে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ৩ সেপ্টেম্বর সন্ধায় দর্শনা পুরাতন বাজার বিএনপির কার্যালয়ে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য মালেক মন্ডলের সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা সরকারি কলেজের ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস দর্শনা পৌর বিএনপি সমন্বয় কমিটির অন্যতম সদস্য এনামুল হক শাহ মুকুল।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌর যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সেলিম মেহফুজ মিল্টন, দর্শনা পৌর যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক অপু সুলতান, দর্শনা থানা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ন আহবায়ক ইসলাম লিওন, পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব আল মামুন, জেলা যুবদলের সদস্য রুহিম, ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাইফুল ইসলাম মুকুল, ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম রবি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন তুফন,রাজ্জাক, মুজিবর,খাইরুল, রবিল,আজাদ,আলমগীর, সোনা,যুবদলের নেতা,আরিফ,সোহেল, আরিফ, কুটি,রুবেল, রানা,খলিল,চঞ্চল, বিল্লাল, ছাত্রদল নেতা ইকবাল, নাফিজ, সালাউদ্দিন, সবুজ,সজিদ,নাঈম ও সুমন প্রমুখ।অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পৌর বিএনপি সমন্বয় কমিটির সদস্য ইকবাল হোসেন।

আলমডাঙ্গায় স্লিপ ফান্ডের ৭০ হাজার টাকা আত্নসাত

আলমডাঙ্গার মাদারহুদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে স্কুল লেভেলের ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান্ট (স্লিপ)

ফান্ডের ৭০ হাজার টাকা আত্নসাৎ এর অভিযোগ উঠেছে। তিনি ওই টাকার কাজ না করে উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার (এটিও)র যোগসাজসে এ অর্থ লোপাট করেছে বলে এমন অভিযোগ তুলেছেন এলাকাবাসী। আবার সেগুলো শিক্ষা অফিসে দাখিল করা হয়েছে স্কুল কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর জাল করে।

এছাড়া গত ২০২১-২২ ও ২০২২-২০২৩ সালের স্লিপ ফান্ডের টাকার কাজ না করেই তৈরি করা হয়েছে ভুয়া ভাউচার। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ওই প্রতিষ্ঠানের এই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোছা: দিলরুবা খাতুন বিল ভাউচার ও তথ্য দিতে রাজি হয়নি। তিনি উপজেলা সহকারী শিক্ষক (এটিও)র বখতিয়ার হোসেনের সাথে ফোন ধরিয়ে দেন।

এলাকাসুত্রে জানাগেছে, উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের মাদারহুদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে স্কুল লেভেলের ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান্ট (স্লিপ) ফান্ডের ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দ পায়। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক দিলরুবা খাতুন কাজ না করে ভুয়া রশিদে টাকা আত্নসাৎ করেন। আত্নসাতের ওই টাকা ভাগাভাগি করে নেয় উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার বখতিয়ার হোসেন ও প্রধান শিক্ষক দিলরুবা খাতুন। এনিয়ে এলাকাজুড়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়েছে। প্রধান শিক্ষকের নিকট এমন অভিযোগে সরেজমিন জানতে চাইলে প্রধান শিক্ষক দিলরুবা খাতুন বরাদ্দ ৭০ হাজার টাকা কোন রশিদ দেখাতে পারেনি।

এবিষয়ে মাদারহুদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাবেক ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা বলেন, প্রধান শিক্ষক ম্যানেজিং কমিটির মিটিং বাদেই তিনি একক ভাবে ভুয়া রশিদ করে বিভিন্ন বরাদ্দের টাকা আত্নসাৎ করেন। তিনি উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসারের ক্ষমতা ব্যবহার করেন। এমন ঘটনায় তার বিরুদ্ধে তদন্ত পূবক ব্যবস্থার দাবি করেন।

মাদারহুদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিলরুবা খাতুন বলেন, আমি সব কাজ করেছি। বরাদ্দের টাকা আত্নসাত করিনি। অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের নিকট বরাদ্দকৃত খরচের বিল ভাউচার দেখতে চাইলে তিনি দেখাতে পারেনি।
আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার (এটিও) বখতিয়ার হোসেনের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিভিন্ন তালমাতাল কথা বলেন। এছাড়াও তিনি বরাদ্দকৃত টাকা খরচের বিষয়ে তিনি কিছু জানেন

বিএনপির ৪৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে দর্শনায় মোটর-সাইকেল র্যালী

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির আজ রবিবার ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মোটরসাইকেল র্যালি অনুষ্টিত হয়েছে। গতকাল শনিবার ৩১ আগষ্ট বিকাল ৪ টায় দর্শনা পৌর ছাত্রদলের উদ্যোগে দর্শনায় মোটর-সাইকেল র্যালী অনুষ্ঠিত হয়।

মোটরসাইকেল র্যালিটি দর্শনা পুরাতন বাজার থেকে দর্শনা থানা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক রিয়েল ইসলাম লিয়ন ও দর্শনা পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব আব্দুল্লা আল মামুন এর নেত্রীত্বে মোটর সাইকেল র্যালীটি বের হয়ে দর্শনা পৌর সভার ৯টি ওয়ার্ড প্রদক্ষিন করে দর্শনা রেল বাজার বটতলায় এসে শেষ হয়। এরপর একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পথ সভায় সভাপতিত্ব করেন দর্শনা পৌর সদস্য সচিব আব্দুল্লা আল মামুন।

প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক মহিদুল ইসলাম, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক প্রধান বক্তা এনামুল হক শাহ মুকুল, পৌর বিএনপির সাবেক যগ্ম সাধারণ ও সমন্বয়ক ইবকাল হোসেন, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক মালেক মন্ডল, দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলম রবি, পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সাংগঠিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম মুকুল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দর্শনা থানা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক রিয়েল ইসলাম লিয়ন ।

চুয়াডাঙ্গায় মোটরযান চালকদের লাইসেন্স নবায়নের দাবীতে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গায় মোটরযান চালকদের লাইসেন্স নবায়নের দাবীতে মানববন্ধন করেছে পেশাদার মোটরযান চালক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা। আজ শনিবার (৩১ আগস্ট) সকাল ১০টায় চুয়াডাঙ্গা শহরের একাডেমী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করেন তারা।

মানববন্ধনে ভুক্তভোগী পেশাদার মোটরযান চালকরা বলেন, পেশাদার চালকদের লাইসেন্স নবায়নের আবেদনের ফাইল বিআরটিএ অফিসে কয়েক বছর ধরে পড়ে আছে। আঙুলের ছাপ দিয়েও লাইসেন্স পাওয়া যাচ্ছে না। জন্ম তারিখ সংশোধন করে চালকদের লাইসেন্স নবায়ন করার জন্য বিগত এক বছরে চারবার তারা মানববন্ধন করেছে। আঙুলের ছাপ দেয়া পেশাদার চালকদের লাইসেন্স তাদের জাতীয় পরিচয়পত্রে থাকা জন্ম তারিখের সঙ্গে অমিল থাকায় আঙুলের ছাপ দেয়া প্রায় ৫০ জন চালকের লাইসেন্স দীর্ঘদিন যাবৎ প্রিন্ট হচ্ছিল না। এরপর মানববন্ধন ও আন্দোলনের কারনে জন্ম তারিখ সংশোধন কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু যাদের কারনে মানববন্ধন করা হয়েছিলো, তাদের লাইসেন্সগুলো এখনও পর্যন্ত স্মার্ট কার্ড প্রিন্ট হয়নি। ৪৭৭ নং স্মারকে ২০০১ সালে জন্ম তারিখ সংশোধনের জন্য একটি প্রজ্ঞাপন হয়েছিলো। এই প্রজ্ঞাপনের পরে জন্ম তারিখ সংশোধনের জন্য আরো একটি প্রজ্ঞাপন ২০১৬ সালে হয়েছিলো এবং মানববন্ধন ও আন্দোলনের পরে ২০২৩ সালে একটি অনুমোদন দেওয়া হয়। যে অনুমোদনের কারণে সমস্ত জন্ম তারিখ সংশোধন পূর্বক চালকদের লাইসেন্স প্রিন্ট করা হয়। কিন্তু যে সকল লাইসেন্স প্রিন্ট হতে বাকী ছিলো সেই সকল লাইসেন্সের একটি তালিকা সদর কার্যালয়ে ও অন্যান্য দফতরে প্রেরণ করা হয়েছিলো। উক্ত দপ্তরগুলো তালিকা চেয়ে তালিকা অনুযায়ী কাজ শেষ না করে তালিকাভুক্ত লাইসেন্সগুলো পূর্বে অনলাইন থেকে ই-ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে রাস্তায় গাড়ি চালাতো এবং চালকরা তাদের জীবিকা অর্জন করতে রাস্তায় গাড়ি চালাতে প্রশাসনিক কিছুটা সুবিধা পেত। কিন্তু তালিকা দেয়ার পর উক্ত লাইসেন্সগুলো মনে হয় কোনো আক্রোশে রেফারেন্স রিমার্কে ফেলে দিয়েছে। সেই সঙ্গে জনগণকে ভুল বোঝানোর মতো প্রতারণা করা হয়েছে। যার কারনে এই লাইসেন্সগুলো অনলাইন কপি আর দেখা যাচ্ছে না। এই চালকদের লাইসেন্সগুলো যে

রেফারেন্স রিমার্কে ফেলেছে তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। যাদের ভলিউম ও রেকর্ড পরীক্ষা পাশের রেজুলেশন সব ঠিক আছে, জন্ম তারিখের জন্য চালকরা স্ত্রী সন্তান নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। অনেকের ছোট বড় স্কুল কলেজে পড়ুয়া ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

বিআরটিএ সদর কাযার্লয়ের দূর্ণীতিগ্রস্হ কর্মকর্তাদের অতিদ্রুত বদলী করা উচিত বলে চালকরা মনে করে। যে দেশে বৈধ চালকের চেয়ে অবৈধ চালকের সংখ্যা একেবারে কম না, সে দেশে বৈধ চালকদের লাইসেন্সগুলো সমস্যা সমাধান করে দিতে অসুবিধা কিসের? মানববন্ধনে কয়েক দফা দাবীর মধ্যে যাদের নন স্মার্ট কার্ড লাইসেন্স ছিলো তাদের লাইসেন্স স্থানীয় বিআরটিএ অফিস থেকে ভলিউম ও রেকর্ড দেখে এক্সেল করার একটি সুযোগ প্রদান করেছিলো। কিন্তু ওই সুযোগটা কবে এসেছে আর কবে শেষ হয়েছে এটা বোধগম্য ছিলো না। এই নন স্মার্ট কার্ডগুলো এক্সেল করার মাধ্যমে লাইসেন্সগুলোর স্মার্ট কার্ড করার জন্য আবারো এক মাসের জন্য এই সুযোগটা প্রদান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নচেৎ সারা বাংলাদেশে এই সকল চালকদের পরিবার পরিজন নিয়ে রাস্তায় বসা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি এম.জেনারেল ইসলাম, ট্রাঙ্কলড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম ও মাইক্রোবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি রানা ইসলাম।

মানববন্ধনে ছাত্র-ছাত্রী, চালক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, লেখক, নিরাপদ সড়ক চাই ও শ্রমিকরা অংশগ্রহণ করেন।

নতুন নাটক বিনির্মাণে কাজ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে দর্শনার অনিবার্ণ

দর্শনা অনিবার্ণ থিয়েটার দীর্ঘদিন পর নতুন নাটক বিনির্মাণে কাজ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে দর্শনা অনির্বাণ থিয়েটার।

গতকাল শুক্রবার সন্ধায় অনিবার্ণ থিয়েটারের নিবার্হী সদস্য আওয়াল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় নাটকের কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এছাড়া চলতি মাসে পযার্য়ক্রমে সংগঠন ওয়ার্শপ, নাটকের মহড়া ও নাট্য কর্মশালাসহ নানা কর্মসূচি হাতে নিতে যাচ্ছে। এছাড়া দর্শনার বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহনকারীদের সাথে মতবিনিম সভা করার সিদ্ধান্ত নেয় হয়েছে। দেশে করোনাসহ নানা কারণে দীর্ঘদিন বড় ধরণের অনুষ্ঠান পরিবেশনের প্রত্যয় নিয়েছে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন, অর্থ সম্পাদক কবিরুল ইসলাম লিপু,সহ-সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবুর রহমান মুকুল, সহ-সম্পাদক অনুষ্ঠান, সম্পাদক প্রকাশনা প্রচার সাজ্জাদ হোসেন, সাবির হোসেন (মিকা), আবুল হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান (মনা),নিবার্হী মিলন, সদস পপি, পল্লী, পূবার্, পূজা, বর্ষন, ববি, ফাইম, রাজা, রিফাত, রিদয় প্রমুখ।